দৈনিক সংবাদ

তারিখ 0 4 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

রাজশাহীর স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তির হার বেড়েছে ঃ ড্রপ আউট কমছে

রাজশাহী, ২৩শে ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় গত বছরের তুলনায় চলতি বছর সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভর্তির হার বেড়েছে। একই সাথে বেড়েছে পাঠকক্ষে ছাত্র–ছাত্রীদের উপস্থিতির হার। অন্যদিকে বিদ্যালয় থেকে বালক–বালিকাদের ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) হার সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা কমে এসেছে।

১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার প্রায় ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের বালক–বালিকা ভর্তি হয় ৪২ লাখ ১৯ হাজার ৮শ' ৮৩ জন। এদের মধ্যে ২২ লাখ ৫০ হাজার ৪শ' ৭০ জন বালক এবং ১৯ লাখ ৬৯ হাজার ৪শ' ১৩ জন বালিকা। চলতি বছর মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়গুলোতে বালক–বালিকা ভর্তি হয়েছে ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪শ' ৮১ জন। এদের মধ্যে ২৩ লাখ ৫ হাজার ৮শ' ৬৫ জন বালক ও ২০ লাখ ৬৮ হাজার ৬শ' ১৬ জন বালিকা রয়েছে। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এ বছর বিদ্যালয়গুলোতে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৫শ'৯৮ জন ছাত্রছাত্রী বেশি ভর্তি হয়েছে। ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধির এই হার শতকরা ৪ ভাগের ওপর। আর বিদ্যালয় গমন উপযোগী বালক–বালিকাদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ।

রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমান সময়ে পাঠকক্ষে ছাত্র উপস্থিতির হারও কিছুটা বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা উপ–পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, গত দু' বছরে ছাত্র উপস্থিতির গড় হার ছিল শতকরা ৭০ ভাগ।

গত বছর থেকে উপস্থিতির হার বাড়তে শুরু করে। বর্তমানে উপস্থিতির গড় হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৭৫ ভাগে। আগের তুলনায় বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা ছেড়ে বালক–বালিকাদের চলে যাওয়ার হারও কমেছে বেশ কিছুটা। ২ বছর আগে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর ফিরে যেত শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী। বর্তমানে এই হার কমে শতকরা ১০ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, বর্তমান সময়ে গণসংযোগ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে মা সমাবেশের মাধ্যমে আশাতীত ফল পাওয়া গেছে।